জাহান্নাম সিরিজ-১

সাকার/সা'য়ির/ হুতামা/ হাবিয়া/ পর্ব -১

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

পবিত্র কোরআন মজীদে যে সমস্ত শব্দ উল্লেখিত হয়েছে তা হলো

১) জাহান্নাম (جَهَنَّم) ২) ইয়াস্‌লা(يَصْلَى) ৩) সাকারা (سَقَرَ) ৪) সা'য়ির (سَعِيْر)

৫) হুতামা (حُطَمَ) ৬) জাহিম (جَحِيْم) ৭) হাবিয়া(هَاوِيَة) ৮) নার(نَار)

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ সাকার/সা'য়ির/ হুতামা/ হাবিয়া অর্থ" গায়ের চামড়া দগ্ধকারী, জ্বলন্ত আগুন, বিচূর্ণকারী, আগুনের কূপ;

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল কামার

১) যেদিন তাদের (অপরাধীদের) টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামে, সেদিন তাদের বলা হবে স্বাদ গ্রহণ কর গায়ের চামড়া দগ্ধকারী আগুনের(সাকারের)

সুরা ৫৪ আল কামার, আয়াতঃ ৪৮

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾

সেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে; (বলা হবেঃ) জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা মুদ্দাস্‌সির

২) অচিরেই আমি তাকে নিক্ষেপ করবো সাকারে। কীভাবে জানবে তুমি সাকার কী?(সেটা এমন জিনিস) যা বাকিও রাখে না ছেড়েও দেয় না। সেটা মানুষের গায়ের চামড়া দগ্ধকারী।

সুরা ৭৪ মুদ্দাস্‌সির,আয়াতঃ ২৬, ২৭ ,২৮, ২৯

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾

لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾

২৬) আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো,

২৭)তুমি কি জান “জাহান্নাম” কী?

২৮) ওটা তাদেরকে (জিবীতাবস্থায়) রাখবে না, (মৃত অবস্থায়) ছেড়ে দিবে না।

১৯) এটা তো শরীরের চামড়া ঝলসিয়ে দিবে।

৩) কোন জিনিস তোমাদের নিক্ষেপ করেছে সাকারে? তারা বলবে,আমরা মুসল্লিদের মধ্যে ছিলাম না ।

সুরা ৭৪ মুদ্দাস্‌সির, আয়াতঃ ৪২, ৪৩

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾

৪২) তোমাদেরকে কিসে সাকার(জাহান্নাম)-এ নিক্ষেপ করেছে?

৪৩) তারা বলবে আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আশ শুরা

৪) সেদিন একদল লোককে থাকতে দেয়া হবে জান্নাতে, আরেক দলকে নিক্ষেপ করা হবে সা’য়িরে (প্রজ্জ্বলিত আগুনে)।

সুরা ৪২ আশ শুরা, আয়াতঃ ৭

وَ كَذٰلِكَ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلَيۡكَ قُرۡاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنۡذِرَ اُمَّ الۡقُرٰى وَ مَنۡ
حَوۡلَهَا وَ تُنۡذِرَ يَوۡمَ الۡجَمۡعِ لَا رَيۡبَ فِيۡهِ ؕ فَرِيۡقٌ فِى الۡجَنَّةِ وَ
فَرِيۡقٌ فِى السَّعِيۡرِ ؕ﴿۷﴾

এভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায়, যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মক্কা এবং ওর চতুর্দিকের জনগণকে এবং সতর্ক করতে পার হাশর (কিয়ামত) দিবস সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহ নেই; সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আত্ তাকভীর

৫) যখন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে জাহিম,

সুরা ৮১ আত্ তাকভীর, আয়াতঃ ১২

وَ اِذَا الۡجَحِيۡمُ سُعِّرَتۡ ۙ﴿۱۲﴾

জাহান্নামের অগ্নি যখন উদ্দীপিত করা হবে,

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন নিসা

৬) তাদের (যুলুমকারী, এতিমের মাল ভক্ষণকারী) দগ্ধ করা হবে জলন্ত আগুনে।

সুরা ৪ আন নিসা, আয়াতঃ১০

اِنَّ الَّذِيۡنَ يَاۡكُلُوۡنَ اَمۡوَالَ الۡيَتٰمٰى ظُلۡمًا اِنَّمَا يَاۡكُلُوۡنَ فِىۡ بُطُوۡنِهِمۡ
نَارًا ؕ وَ سَيَصۡلَوۡنَ سَعِيۡرًا ﴿۱۰﴾

যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের ধন-সম্পত্তি গ্রাস করে, নিশ্চয়ই তারা স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই ভক্ষণ করে না এবং সত্বরই তারা অগ্নি শিখায় উপনীত হবে।

৭) তাদের (যারা ঈমান আনয়ন করেনি) দগ্ধ করার জন্যে তো জাহান্নামই যথেষ্ট।

সুরা ৪ আন নিসা, আয়াতঃ ৫৫

فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ؕ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿٥٥﴾

অনন্তর তাদের মধ্যে অনেকেই ওর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং অনেকেই ওটা হতে বিরত রয়েছে; এবং (তাদের জন্য) অগ্নি স্ফুলিঙ্গ জাহান্নামই যথেষ্ট।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা বনী ইসরাঈল

৮) যখনই জাহান্নামের আগুন স্তিমিত হয়ে আসবে, তখনই আগুনের প্রজ্জ্বলন বাড়িয়ে দেয়া হবে।

সুরা ১৭ বনী ইসরাঈল, আয়াতঃ ৯৭

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ
مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّ
صُمًّا ؕ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ﴿٩٧﴾

আল্লাহ যাদেরকে পথ নির্দেশ করেন তারা তো পথপ্রাপ্ত এবং যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনোই তাঁকে ব্যতীত অন্য কাউকেও তদের অভিভাবক পাবে না, কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করবো তাদের মুখে ভর দিয়ে

চলা অবস্থায়; অন্ধ, বোবা ও বধির করে। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম; যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তাদের জন্যে অগ্নি বৃদ্ধি করে দেবো।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল হাজ্জ

৯) এবং (বিদ্রোহী শয়তান) তাকে পরিচালিত করবে জলন্ত আগুনের আযাবের দিকে।

সুরা ২২ আল হাজ্জ, আয়াতঃ ৪

كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَ يَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ

السَّعِيْرِ ۝٤

তার সম্বন্ধে এই নিয়ম করে দেয়া হয়েছে যে,যে কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে পরিচালিত করবে জাহান্নামের শাস্তির দিকে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল ফুরকান

১০) আমি কিয়ামত অস্বীকারকারীদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছি সা'য়ির (জ্বলন্ত আগুন)।

সুরা ২৫ আল ফুরকান, আয়াতঃ ১১

بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۫ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ۝١١

কিন্তু তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করেছে এবং যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাদের জন্যে আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নি ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা লুকমান

১১) শয়তান যদি তাদের জ্বলন্ত আগুনের আযাবের দিকে ডাকে তবুও কি (তারা তাই করবে)?

সুরা ৩১ লুকমান, আয়াতঃ ২১

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾

তাদেরকে যখন বলা হয়ঃ আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ কর। তখন তারা বলেঃ বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করবো; শয়তান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহ্বান করে, তবুও কী?

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল আহযাব

১২) আল্লাহ লা'নত করেছেন কাফিরদের এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন।

সুরা ৩৩ আল আহযাব,আয়াতঃ ৬৪

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾

আল্লাহ কাফিরদেরকে লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত অগ্নি।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা সাবা

১৩) তাদের কেউ আমার নির্দেশ অমান্য করলে আমি তাকে আস্বাদন করাবো জ্বলন্ত আগুনের আযাব।

সুরা ৩৪ সাবা, আয়াতঃ ১২

وَ لِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّ رَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَ اَسَلْنَا لَهٗ
عَيْنَ الْقِطْرِ ؕ وَ مِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ؕ وَ مَنْ
يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿۱۲﴾

আমি সুলাইমান(আঃ) এর অধীন করেছিলাম বায়ুকে,যা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করতো। এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করতো। আমি তার জন্যে গলিত তামার এক ঝরণা প্রবাহিত করেছিলাম। আল্লাহর অনুমতিক্রমে জ্বিনদের কতক তার সামনে কাজ করতো। তাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে তাকে আমি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি আস্বাদন করাবো।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ফাতির

১৪) সে (শয়তান) তার অনুসারী দলবলকে আহ্বান জানায়, যেনো তারা সা'য়িরের (জ্বলন্ত আগুনের) সাথি হয়ে যায়।

সুরা ৩৫ ফাতির, আয়াতঃ ৬

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ؕ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ
لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ؕ ﴿۶﴾

নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু ; সুতরাং তাকে শয়তান হিসেবে গ্রহণ কর। সে তো তার দলকে শুধু আহ্বান করে এই জন্যে যে, তারা যেন জাহান্নামী হয়।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ফাত্হা

১৫) আমি সেইসব কাফিরদের জন্যে তৈরী করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুন।

সুরা.৪৮ ফাত্হা, আয়াতঃ১৩

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ﴿١٣﴾

যারা আল্লাহ ও তার রাসুল(সঃ) এর প্রতি ঈমান আনে না, আমি সে সব কাফিরের জন্যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল মুলক

১৬) আর তাদের জন্যে তৈরী করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের আযাব

সুরা ৬৭ আল মুলক, আয়াতঃ ৫

وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَ جَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا

لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ﴿٥﴾

আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা(তারকারাজি) দ্বারা এবং ওগুলোকে শয়তানদেরকে প্রহার করার উপকরণ করেছি এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছি জাহান্নামের আযাব।

১৭) আমরা যদি উপদেশ শুনতাম, তাহলে আজ আমরা সা’য়ীরের(জলন্ত আগুনের) অধিবাসী হতাম না । ধ্বংস সা’য়ীরের

অধিবাসীদের জন্য।

সুরা ৬৭ মুলক,আয়াতঃ ১০,১১

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْۤ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿١٠﴾

এবং তারা আরোও বলবেঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি দিয়া অনুধাবন করতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না।

فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾

অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। সুতরাং অভিশাপ জাহান্নাম্ বাসীদের জন্যে!

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল ইনসান/ আদ্ দাহার

১৮) অকৃতজ্ঞদের জন্যে আমি তৈরী করে রেখেছি শিকল, বেড়ি আর জলন্ত আগুন।

সুরা ৭৬ আল ইনসান/ আদ্ দাহার ,আয়াতঃ ৪

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ﴿٤﴾

আমি কাফিরদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছি শৃঙ্খল,বেড়ী ও লেলিহান অগ্নি।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল ইনশিকাক

১৯) এবং সে দগ্ধ হবে জলন্ত আগুনে।

সুরা ৮৪ আল ইনশিকাক, আয়াতঃ ১২

وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿١٢﴾

এবং জ্বলন্ত অগ্নিতেই সে প্রবেশ করবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা হুমাজা

২০)না (তা কখনো হবে না), তাকে অবশ্যই নিক্ষেপ করা হবে হুতামায়। তুমি কি করে জানবে হুতামা কী?(তা হলো) আল্লাহর আগুন (যা দাউ দাউ করে) জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে।

সুরা ১০৪ হুমাজা, আয়াতঃ ৪,৫,৬

كَلَّا لَيُنۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝٤ وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝٥

نَارُ اللّٰهِ الْمُوقَدَةُ ۝٦

কখনো নয়,সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়;

আর তুমি কি জান হুতামা কী?

(এটা) আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল কারিয়া

২১) কিন্তু যার(ভালো কাজের) পাল্লা হবে হালকা, তার মা হবে হাবিয়া। তুমি কি জানো সেটা(হাবিয়া) কী? সেটা হলো জলন্ত আগুন।

সুরা ১০১ আল কারিয়া, আয়াতঃ ৮,৯,১০,১১

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝٨ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝٩

وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۝١٠ نَارٌ حَامِيَةٌ ۝١١

কিন্তু যার পাল্লা হাল্কা হবে,

তার স্থান হবে হাবিয়াহ্।

হাবিয়াহ্ কি তুমি জান?

(এটা) অতি উত্তপ্ত অগ্নি।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, বিচারের দিন জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপের থেকে বাঁচার জন্য আসুন আমরা দুনিয়ায় আমাদের আ'মল সহীহ করে নেই।আল্লাহ আমাদের সহায় হোন ।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....